করোনাকালেও বেড়েছে বাংলাদেশের জিডিপি: জাতিসংঘ

২০২০ সালে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সমান্য হলেও বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বেড়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করা বিভাগ ইউনাইটেড ন্যাশনস ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্সের (ইউএন ডেসা) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়ে শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশের জিডিপি বাড়লেও ২০১৯ সালের তুলনায় তা অনেক কমেছে।

২০১৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল আট দশমিক চার শতাংশ। যেখানে ভারতের জিডিপি নয় দশমিক ছয় শতাংশ এবং পাকিস্তানের দুই দশমিক সাত শতাংশ কমেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে চার দশমিক তিন শতাংশ, ভারতের কমে হয়েছে পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ, পাকিস্তানের এক দশমিক দুই শতাংশ, ভূটানের শূন্য শতাংশ, নেপালের শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ।

জাতিসংঘের প্রতিবেদন বলছে, চলতি অর্থবছরে অনেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ঘুরে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ দশমিক এক শতাংশ, ভারতের সাত শতাংশ, পাকিস্তানের শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ, ভূটানের তিন দশমিক পাঁচ শতাংশ, মালদ্বীপের নয় দশমিক নয় শতাংশ, আফগানিস্তানের চার দশমিক চার শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কার তিনি দশমিক এক শতাংশ। বিডি প্রতিদিন

সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

ধানের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণ
>> বড় মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের আধিপত্য ও অসম প্রতিযোগিতা।
>> আমন মৌসুমে ধান উৎপাদনে ঘাটতির আশঙ্কা।
>> ধান চাষের ব্যয় ও প্রক্রিয়াজাতকরণের খরচ বৃদ্ধি।
>> ক্রমবর্ধমান মৌসুমী ব্যবসায়ী বৃদ্ধি।
>> প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উৎপাদন হ্রাস।

আলুর মূল্য বৃদ্ধির কারণ

>> ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির আশায় কৃষক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে আলুর মজুদ ও হিমাগার থেকে আলুর কম সরবরাহ।
>> হিমাগারে মজুদকৃত আলুর পুনঃপুনঃ হস্তান্তর।
>> পাশের কয়েকটি দেশে আলু রপ্তানি।
>> মৌসুমী ব্যবসায়ী কর্তৃক আলুর বিপুল মজুদ ও কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি।
>> আলুর বাজারে সরকারের সীমিত নিয়ন্ত্রণ ও বাজারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্যের অভাব।
>> বর্ষার মৌসুমের ব্যাপ্তি দীর্ঘতর হওয়ায় সবজির উৎপাদন হ্রাস ও আলুর চাহিদা বৃদ্ধি।

চালের দাম কেন এত বাড়বে: কৃষিমন্ত্রী

‘কারসাজিতে’ চালের দাম বৃদ্ধি: কৃষিমন্ত্রী
ঢাকার কারওয়ান বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনছে মানুষ।ঢাকার কারওয়ান বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনছে মানুষ।
পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণ
>> দেশীয় অসাধু বাণিজ্য সিন্ডিকেট দ্বারা বাজারে কারসাজি।
>> ভারতীয় রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা অথবা অতিমাত্রায় ভারতের উপর পেঁয়াজে আমদানির জন্য নির্ভরতা।
>> আমদানির জন্য পেঁয়াজের বিকল্প উৎসের সন্ধানে দ্রুত কার্যক্রমের অভাব।
>> গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও মুড়িকাটা পেঁয়াজের সীমিত উৎপাদন।

ধান-চাল নিয়ে সুপারিশ

>> ধান-চাল সংগ্রহ পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা, কৃষকের কাছ থেকে সরাসরিভাবে ধান সংগ্রহ করা ও মিলারদের মাধ্যমে তা চালে পরিণত করা।
>> চিকন ও মোটা দানার চালের জন্য সরকারের পৃথক ন্যূনতম সহায়তা

মূল্য (এসএমপি) ঘোষণা করা।
>> ন্যূনতম ২৫ লাখ টন চাল সংগ্রহ করা এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ সংগ্রহ করার সক্ষমতা অর্জন করা যাতে করে সরকার বাজারে কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে।
>> বাফার স্টক হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রতি মাসে কমপক্ষে ১২ দশমিক ৫০ লাখ টন চাল মজুদ নিশ্চিৎ করা।
>> উৎপাদন ব্যয়ের উপর কমপক্ষে ২০ শতাংশ মুনাফা বিবেচনা করে ধান-চালের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা।

আলু নিয়ে সুপারিশ

>> কৃষি মূল্য কমিশন স্থাপন ও পরে সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন সাপোর্ট মূল্যের ঘোষণা প্রদান।
>> উৎপাদন, চাহিদা ও সরবরাহ ও দামের তথ্যাবলীতে অস্পষ্টতা অপসারণ ।
>> হিমাগারে আলুর সংরক্ষণ ও অবমুক্তকরণ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির মধ্যে রাখা।
>> আলুর বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টিকারীদের সনাক্তকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
>> আলু ও আলু দ্বারা তৈরি বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
>> বিদেশে চাহিদাকৃত আলুর জাতের উন্নয়ন ও যেসব আলু প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হয় সেসব আলুর জাত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

পেঁয়াজ নিয়ে সুপারিশ

>> অসাধু বাণিজ্য সিন্ডিকেট সনাক্তকরণ করে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা।
>> সঙ্কটকালীন সময়ে পেঁয়াজ আমদানির জন্য দ্রুত একাধিক রপ্তানিকারক দেশের সন্ধান করা।
>> অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করা।
>> কৃষি মূল্য কমিশন গঠনের মাধ্যমে সারা বছর বাজারে পেঁয়াজের দাম নির্ধারণ ও তদারকি করা।
>> বাজারে পেঁয়াজের দাম হঠাৎ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ও মজুদের অগ্রিম ব্যবস্থাপনা করা।
বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ারের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকও ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী যা বললেন

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে চালের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, “গত বছর বোরোর সময়ে ৩৬ টাকা দরে চাল কিনতে চেয়েছিলাম। বাজারে দাম বেশি ছিল। মূলত আগের আমনে গরিব চাষিদের কাছ থেকে ৬ লাখ টন আমন কেনা হয়েছিল। এবার এক টনও কিনতে পারিনি। ৩৬ টাকা দামে কোনো চাষি আমন দেয়নি।
“এবার আমাদের আমনের দাম ছিল ১ হাজার ৪০ টাকা মণপ্রতি। কিন্তু ময়েশ্চারের ঝামেলা এড়াতে চাষিরা ভালো দামে বাজারে চাল বিক্রি করে দিয়েছে।”
মিলার ও পাইকাররা বাজার পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে বলে স্বীকার করেন খাদ্যমন্ত্রী।

“সরকারের কাছে পর্যাপ্ত চাল না থাকায় মিলাররা সুযোগ নিয়েছে। বাজার তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। আমরা চিন্তা করছি, আগামী বোরোতে সংগ্রহ বাড়াব। সরকারের গুদামে চাল না থাকলে কোনোভাবেই দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।”

আমদানি উন্মুক্ত করে এর সমাধানের পথ খোঁজার কথা বলেছেন রাজ্জাক।

তিনি বলেন, “চাল আমদানির উপর ট্যাক্স কমিয়ে ২৫ শতাংশ করেছে। কিন্তু আমদানিকারকরা বলছে, আমদানিতে এ ট্যাক্সে যে দাম পড়ে, সে দামে বাজার দরের সাথে বিক্রি করলে তাদের পোষাবে না। তারা ১০ শতাংশ করার দাবি জানাচ্ছে।”

ধান উৎপাদনে নতুন জাত নিয়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে মাঠে যাওয়ার কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, “প্রতি বছর ২০ থেকে ২৪ লাখ নতুন মুখ আসছে। কিন্তু জমির পরিমাণ কমছে ক্রমশ। সব ফসলই তো ধানি জমিতে জায়গা করে নিচ্ছে। এর মধ্যে ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে। চেষ্টা করছি উৎপাদন বাড়াতে। বর্তমানে ব্রি-২৭ ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। বিনা-১৬ ভালো একটা ভ্যারাইটি। বিনা-১৬ ধানটিকে ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত মাঠে নিয়ে যেতে হবে।”

আলু ও পেঁয়াজের সঙ্কট নিয়েও কৃষিমন্ত্রী জানান নানা সঙ্কটের কথা।

আলু নিয়ে তিনি বলেন, “আলু উৎপাদন কম হয়েছে। চাপ পড়েছে করোনাকালে ত্রাণে আলু বিতরণ ব্যাপকভাবে করায়। তাছাড়া টিসিবির স্টোরেজেও আলু রাখার জায়গা নাই। গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ লাখ টন আলু এবার উৎপাদন কম হয়েছে।”

পেঁয়াজ নিয়ে রাজ্জাক বলেন, “পেঁয়াজের নতুন জাত বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করলেও পর্যাপ্ত বীজ পাওয়া যাচ্ছে না। সামার অনিয়নের জাত আসলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ উঁচু জমি নাই।”
গত ২০ অক্টোবর কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পগুলোর সেপ্টেম্বর-২০২০ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এই গবেষণা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়।

ওই সভায় বলা হয়েছিল, মাঠ পর্যায়ের কৃষক, মিল মালিক, কোল্ড স্টোরেজ মালিক ও স্থানীয় ভোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিএআরসির নেতৃত্বে অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কৃষি অর্থনীতিবিদরা প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করবে এবং এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন নভেম্বর মাসেই জমা দেবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় চাল, আলু ও পেঁয়াজ ইত্যাদির দাম বৃদ্ধির কারণ উদঘাটনের জন্য বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের নিয়ে গত বছরের ১২ নভেম্বর বিএআরসি কাউন্সিল মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি ‘স্টাডি টিম’ গঠন করা হয়।

গবেষণা কাজটি মূলত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউর (কেআইআই) মাধ্যমে প্রাথমিক ও বিভিন্ন উৎস থেকে মাধ্যমিক তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

ধান-চাল বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে নওগাঁ, শেরপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলা; আলুর ক্ষেত্রে মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর ও ঢাকা জেলা এবং পেঁয়াজের ক্ষেত্রে ফরিদপুর, পাবনা, নাটোর ও ঢাকা জেলা নির্বাচন করা হয়।

গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর কাউন্সিলে আয়োজিত এক কর্মশালায় স্বতন্ত্র তিনটি খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন হতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত হল।

জাপানের বন্ধুখ্যাত এই বিচারপতি রাধা বিনোদ পালের জন্মবার্ষিকী আজ

জাপানের ইতিহাসে বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পালের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। জাপানের বন্ধুখ্যাত এই বিচারপতির ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী আজ।

১৮৮৬ সালের ২৭ জানুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মধুরাপুর ইউনিয়নের ‘মৌজা সালিমপুরের’ অধীন তারাগুনিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন রাধা বিনোদ পাল। এলাকাটি বর্তমানে জজপাড়া নামে পরিচিত। তার বাবা বিপিন বিহারি পাল। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের গোলাম রহমান পণ্ডিতের কাছে তার শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি। কুষ্টিয়া হাইস্কুলে তিনি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯০৮ সালে কলকাতা প্রেসিডেনসিয়াল কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে গণিতে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক ছিলেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করেন ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ, অক্ষশক্তিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে নুরেমবার্গ এবং টোকিওতে দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। হিটলারের মন্ত্রিপরিষদ এবং যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিচার করা হয় নুরেমবার্গে। এছাড়া জাপানের সমরবিদ জেনারেল হিদেকি তোজোর বিচার করা হয় টোকিও ট্রাইব্যুনালে। টোকিও ট্রাইব্যুনালের অন্যতম প্রধান বিচারপতি ছিলেন ড. রাধা বিনোদ পাল।

বিচারের একপর্যায়ে রাধা বিনোদ পাল বাদে অন্য সব বিচারপতি জেনারেল তোজোকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করে ফাঁসিতে ঝুলানোর সিদ্ধান্ত নেন। অন্যান্য বিচারপতির ধারণা ছিল, বিচারপতি পালও মিত্রশক্তির পক্ষে অনুগত থাকবেন। কিন্তু বিচারপতি রাধা বিনোদ পালের ৮০০ পৃষ্ঠার ঐতিহাসিক রায় মিত্রশক্তি এমনকি বিশ্বকে

হতবাক করে দেয়। আইনের শাসনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল বিচারপতি পাল পূর্ববর্তী রায়কে বিতর্কিত প্রমাণ করে যুক্তি দেন।

এ কারণে রাধা বিনোদ পালকে জাপানিরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। মাত্র কয়েক বছর আগে জাপানি প্রধানমন্ত্রী ‘মিস্টার আবে’ (যিনি বর্তমান জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের বাবা) কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তিনি রাধা বিনোদ পালের ছেলেকে সমগ্র জাপানের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। জাপানের রাজধানী টোকিওতে তার নামে রাস্তা এবং কিয়োটো শহরে তার নামে রয়েছে জাদুঘর ও স্ট্যাচু।

বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পাল মডেল স্কুলের দাতা সদস্য রোটারিয়ান আনোয়ারুল হক মোল্লা বলেন, ‘কালের বিবর্তনে আজ আমরা অনেক মনীষীকে ভুলে গিয়েছি। বিশ্ববাসী আজ যে সকল মহান ব্যক্তিদের কারণে আমাদের দেশকে স্মরণ করে রেখেছে, রাধা বিনোদ পাল তার মধ্যে একজন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মহান ব্যক্তি খুব কমই রয়েছে।

পবিত্র মসজিদুল হারাম প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন পরিকল্পনা উন্মোচন

সৌদির মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পরিষদ মক্কার পবিত্র মসজিদে হারাম প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের পরিকল্পনা উন্মোচন করেছেন পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পরিষদের প্রধান ড. শায়খ আবদুল রহমান আল সুদাইস।

পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ আদায়কারী ও হজ পালনকারীদের জীবন মান উন্নয়ন ও সৌদি আরব সরকারের ভিশন-২০৩০ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বৃক্ষরোপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

জলবায়ু ও পরিবেশ পরিবর্তনরোধে টেকশই উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন শায়খ সুদাইস। টেকশই উন্নয়ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দূষণ ও তাপমাত্রা হ্রাস করে পরিবেশের উন্নয়ন

করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় কাবার আশপাশের শূন্য আঙিনায় বৃক্ষরোপন করে পরিবেশবান্ধব করা হবে।

শায়খ সুদাইস বলেন, ‘প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিচালনাগত দিক থেকে গবেষণা করা হবে, যাতে করে কাবা প্রাঙ্গণে আসা মুসল্লিদের চলাফেরায় বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।’

আমেরিকার সন্তানেরা সিরিয়ায় নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না: মার্কিন বিশ্লেষক

সিরিয়া বিষয়ে মার্কিন নীতি ব্যর্থ হয়েছে এবং ২৬০ কোটি ডলার খরচ করে যেসব মিত্র যোদ্ধা তৈরি করা হয়েছে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিনে সোমবার প্রকাশিত এক কলামে এই মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট রবার্ট এস. ফোর্ড।

তিনি বলেন, ছয় বছরে ২৬০ কোটি ডলার খরচ করার পর উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় আমেরিকা যেসব অনুগত যোদ্ধা তৈরি করেছে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়। এরা আমেরিকার সুরক্ষায় রয়েছে কিন্তু প্রতিবেশী শত্রুদের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। ফলে স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চল আমেরিকার সম্পদ ও রসদের ওপর নির্ভরশীল থাকবে। এ অবস্থায় তিনি সিরিয়া থেকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সেনা প্রত্যাহারের পরামর্শ দেন।

রবার্ট এস. ফোর্ড বলেন, সিরিয়ায় বর্তমানে যে শত শত সেনা মোতায়েন রয়েছে তা প্রত্যাহার করলেই জো বাইডেন ভালো করবেন। উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দায়েশকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি রাশিয়া ও তুরস্কের ওপর ছেড়ে দেয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

আমেরিকার এ কলামিস্ট আরও বলেন, কুর্দি গেরিলারা যখন আমেরিকার সমর্থন পায় তখন তারা হামলা জোরদার করে।

চট্টগ্রামে আরেকটি প্রহসনের নির্বাচন চলছে: রিজভী

চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ইসির যৌথ প্রযোজনায় আরেকটি প্রহসনের নির্বাচন চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার সকালে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে শীতবস্ত্র বিতরণকালে তিনি এ অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন, চসিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে পুলিশি তাণ্ডব চলেছে। সেখানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা একদিন আগে মিটিং করে নির্দেশনা দিয়েছেন, কীভাবে বিএনপি নেতাদের গ্রেফতার করে, এজেন্টদের গ্রেফতার করে বিএনপিকে এলাকাশূন্য করে ভোট ডাকাতি করা যায়। তারা তাই করছেন। এ নির্বাচন প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি বলেন, বুধবার প্রভুদের খুশি করতে বাংলাদেশে করোনার টিকার ট্রায়াল শুরু হচ্ছে। মানুষের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে।

বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর শরাফত আলী সপুর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ও মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান রতন, সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস ধীরন, সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের ভাইস চেয়ারম্যান আওলাদ হোসেন উজ্জ্বল, জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন খান, ছাত্রদল নেতা মুন্নাসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

করোনার টিকা পাবে ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষ: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ বা ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ৬ কোটি ৮০ লাখ ডোজ টিকা পাবে। বিতরণ কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে দেশের ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ দুই সপ্তাহের ব্যবধানে দুই ডোজ টিকা পাবে।

বুধবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে টাঙ্গাইল-৬ আসনের সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটুর লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

সংসদ নেতা বলেন, যথাসময়ে করোনাভাইরাসের টিকা প্রাপ্তির বিষয়ে সরকার শুরু থেকেই উদ্যোগ নেয়। সরকার ইতোমধ্যে সেরাম ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়া এবং বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা উদ্ভাবিত কোভিড-১৯ টিকা কোটি বা ততোধিক ডোজ ক্রয় করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। এসব টিকা জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহেই দেশে আসবে বলে আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৬৪ জেলা ও ৪৮৩টি উপজেলা ইপিআই স্টোরে এসব টিকা সংরক্ষণ করা হবে। চুক্তি অনুযায়ী কোটি বা ততোধিক ডোজ টিকা ৬টি ধাপে সরাসরি বাংলাদেশের ৬ জেলায় নির্ধারিত ইপিআই কোল্ডস্টোরসমূহে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করবে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

উপহারের ২০ লাখ এবং ক্রয়কৃত ৫০ লাখ ডোজ টিকা সংরক্ষণ ও বিতরণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আগামী ৬ মাসের মধ্যে সব টিকা পাওয়া যাবে। এর বাইরে প্রয়োজনে আরও টিকা ক্রয় করা হবে।

সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কিত বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী

ভোটের আর মাত্র দুদিন বাকী আগামী ৩০ জানুয়ারী ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। মাইক আর মিছিলের শব্দে মূখর ছিল হরিণাকুণ্ডু পৌর এলাকা। পৌরসভায় মেয়র পদে ৪জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

প্রচার প্রচারণায় নৌকা প্রতীক এগিয়ে থাকলেও, ধানেরশীষ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর জগ প্রতীকের ত্রীমূখী লাড়াই হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান পৌরসভার কাউন্সিলর ফারুক হোসেনের পক্ষে রয়েছে দলের সর্বোচ্চ সমর্থণ।

তাছাড়া ক্ষমতাসিন দলের প্রার্থী পাশ করলে এলাকার বেশী উন্নয়ন হবে বলে সাধারণ ভোটাররা মনে করেন। দলের নেতা কর্মীরাও মানুষের দ্বারে দ্বারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা দিয়ে ভোট চাচ্ছেন, একারণে পাশ করার ব্যাপারে তারা শতভাগ আশাবাদি।

অন্য দিকে বিএনপি একসময়ের দখলে থাকা এই পৌরসভাটি পূনরুদ্ধারের চেষ্ঠা করছেন, তারা মনে করেন পর পর দু’বার জোর করে ভোট কেঁটে তাদের কে ফেল করানো হয়েছে এবার অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তারাই পাশ করবেন।
এছাড়া আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন বঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর রয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য তার বাবা ছিলেন এলাকার দীর্ঘদিনের ইউপি চেয়ারম্যান, পরবর্তীতে উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাই ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমান আওয়ামী লীগের সদ্য বহিস্কৃত নেতা।

পৌরসভার নির্বাচনকে ঘিরে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক ও বর্তমান মেয়রসহ ৬জনকে বহিস্কার করা হয়েছে সে কারণে অনেকেই মনে করেন আওয়ামী লীগে বিভেদ রয়েছে তাই আওয়ামী লীগের একটি বৃহৎ অংশ স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেবেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা বলেন বহিরাগত সন্ত্রাসী দিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের ভয় ভীতি প্রদর্শন করছে এবং ভোট সেন্টারে না যাওয়ার জন্য চাপ দেচ্ছেন ক্ষমতাসীন, প্রচার

প্রচারনায় বাঁধা প্রদানসহ নির্বাচনী অফিস ও মাইক ভাংচুর করা হচ্ছে। তারা মনে করে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ হলে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।

এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী নাসির উদ্দীন ভাল ভোট পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন বলে তিনি আশাবাদী।

সববিবেচনায় সাধারণ ভোটারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ধারণা করা হচ্ছে এবার মেয়র পদে নির্বাচনে লড়ায় হবে ত্রীমূখী।

গত ১১ জানুয়ারী প্রতীক বরাদ্দের পর থেকেই মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা জোরেশোরে চালাচ্ছেন প্রচার প্রচারণা। চলছে প্রার্থীদের নিয়ে ভোটারদের নানামূখী আলোচনা। কেউ কেউ আবার অবাধ সুষ্ঠু ভোট গ্রহন নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করছেন।
তবে প্রশাসনের রয়েছে তিক্ষè নজরদারী, অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেবে বলে প্রশাসনের উচ্চ মহল থেকে জানানো হয়েছে।

আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের মেয়র প্রার্থী, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান জনপ্রিয় কাউন্সিলর ফারুক হোসেন বলেন, সুখে দুঃখে সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকতে চাই, তাই আমি আশাকরি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের মাধ্যমে জনগণ আমাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করবে।

বিএনপি দলীয় মেয়র প্রার্থী ও পৌর বিএনপির সভাপতি মোঃ জিন্নাতুল হক খান বলেন হুমকী ধামকী সত্বেও এখনো পর্যন্ত এলাকায় ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ বিরাজ করছে যদি ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকে তাহলে আমি শতভাগ আশাবাদী আগামীতে আমি হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হব।

স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম টিপু মল্লিক বলেন, আমি দীর্ঘদিন পারিবারিক ভাবে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে আছি। স্থানীয় ও বহিরাগত সন্ত্রাসী দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। আমার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তারা নানামূখী উস্কানিমূলক কর্মকান্ড চালাচ্ছে, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবো।

সাধারণ পৌরবাসীর দাবী সংঘাত, সংর্ঘষহীন নিরপেক্ষ ও শান্তি পূর্ণ ভোটের মাধ্যেম তাদের যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হোক।

হরিণাকুন্ডু পৌরসভায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ হাজার ৭৫ জন। মহিলা ৮৬৮৩ পুরুষ ৮৩৯২ জন । ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ০৯টি। নির্বাচনের দিন ন্যূনতম এক প্লাটুন (স্ট্রাইকিং) ফোর্স বিজিবি টহলে থাকবে।

প্রতি টিমে একজন ম্যাজিট্রেট, এছাড়াও ৯ টি কেন্দ্রে ৯ জন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সার্বক্ষানীক দায়িত্বে থাকবেন, সাথে পুলিশ সদস্য, আনসার, ভিডিপি সদস্য প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান নিয়োজিত থাকবে।

৩০ জানুয়ারী নির্বাচন চলাকালীন নিরাপত্তার চাঁদরে ঢাকা থাকবে পৌরসভার সকল কেন্দ্র ও তার আশপাশের এলাকা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসার রোকনুজ্জামান।

উল্লেখ্য, আগামী ৩০জানুয়ারী তৃতীয় ধাপের পৌরনির্বাচনে হরিণাকুন্ডু পৌরসভায় মেয়র পদে ৪জন, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ২৬জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

গাংনীতে মাদকসহ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা সীমান্তে বিজিবির সদস্যরা ফেনসিডিল, মদ ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার ভোরের দিকে ধলা সীমান্ত ফাঁড়ি বিজিবি সদস্যরা টহলের সময় ধলার মাঠ থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিল, ১০ বোতল মদ এবং ২’শ পিচ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ধলা সীমান্তে বিজিবি নায়েক ফারুক সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিজিবি টহল দল টহল শেষে ফেরার পথে পরিত্যক্ত অবস্থায় মদ, ফেন্সিডিল ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেন।

[redacted]

[redacted]

এটি জমি সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।